লাশের পাশে মায়ের আহাজারি, ২১ ঘণ্টায় এগিয়ে আসেননি কেউ

শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার ঘড়িসার ইউনিয়নের কলারগাঁও গ্রামের সুশান্ত কর্মকার (৩৪)। পা ফোলা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত মঙ্গলবার দুপুরে ভর্তি হন শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকির আশঙ্কায় তাঁকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। পরে বুধবার বিকেল পৌনে চারটার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর পর স্বজন ও গ্রামবাসী কেউ লাশ দেখতে আসেননি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার জন্যও এগিয়ে আসেননি কেউ। ছেলের লাশের পাশে মা গঙ্গা রানী কর্মকার আহাজারি আর আর্তনাদ করে যাচ্ছিলেন। ফোনে স্বজন, অন্য সন্তান আর গ্রামবাসীকে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করছিলেন। কিন্তু কেউ তাঁর আর্তনাদে সাড়া দেননি। এমনকি সুশান্তর বড় ভাই, চার বোন ও বোনের পরিবারের সদস্যরাও ফিরে তাকাননি।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা নিয়ে বিপাকে পড়েন সুশান্তের মা রানী কর্মকার ও স্থানীয় প্রশাসন। তখন শরীয়তপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক রাজন পাল উদ্যোগ নেন।

তিনি ওই গ্রামবাসী ও ডিঙ্গামানিক শ্রীশ্রী সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরের কমিটির সদস্যদের নিয়ে সভা করেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় মন্দিরের শ্মশানে ওই যুবককে দাহ করা হবে। কিন্তু দাহ করার কাজে যুক্ত হতে কেউ রাজি হচ্ছিলেন না।

তখন রাজন পালের সঙ্গে যোগ দেন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সহসভাপতি ত্রিনাথ ঘোষ, যুগ্ম সাধারণ সস্পাদক মিহির চক্রবর্তী, সদস্য দিলীপ ঘোষ, নড়িয়া উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি চন্দন ব্যানার্জি।

তাঁরা গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে ওই গ্রামবাসী ও যুবকের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু লাশের কাছে কেউ আসতে রাজি হচ্ছিলেন না। এমন পরিস্থিতিতে উপজেলা প্রশাসন পড়ে বিপাকে। তখন লাশ দাহ না করে বিকল্প ভাবতে থাকে প্রশাসন।

পূজা উদযাপন পরিষদের নেতারা বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ভেদরগঞ্জ উপজেলার দুই যুবক ও নড়িয়া উপজেলার তিন যুবক দাহকাজ করতে রাজি হন।

পরে তাঁদের সহযোগিতায় ছেলে মারা যাওয়ার ২১ ঘণ্টা পর বেলা পৌনে একটার দিকে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশ নিয়ে ডিঙ্গামানিকে শ্রীশ্রী সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরে রওনা হন বৃদ্ধ গঙ্গা রানী কর্মকার। যাওয়ার সময় হাসপাতাল চত্বরে আহাজারি করে তিনি বলেন, ‘জীবনের শেষ বয়সে ছেলের লাশের ভার আমাকে এভাবে বইতে হবে, তা ভাবতে পারিনি।

এভাবে মানুষের মানবতা হারিয়ে গেল? কী হবে এ পৃথিবীতে বেঁচে থেকে? কিসের জন্য বেঁচে থাকা? মানুষের কল্যাণের জন্যই যদি কাজ না করতে পারি। কেউ আমার আর্তনাদ শুনল না। সন্তান, স্বজন, গ্রামবাসী কেউ না। আমার মতো এমন পরিণতি কাউকে যেন দেখতে না হয়।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নড়িয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জয়ন্তী রুপা রায় বলেন, ‘করোনায় মৃত অথবা করোনা সন্দেহ আছে, এমন মৃতদেহ বিশেষ সুরক্ষা মেনে সৎকার করতে হয়। আমরা সে অনুযায়ী পিপিই সরবরাহ করেছি। কিন্তু কাউকেই রাজি করাতে পারছিলাম না। যাকেই রাজি করাই, তিনিই পালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে অন্য উপজেলার ও নড়িয়ার অন্য ইউনিয়নের যুবকেরা এগিয়ে আসেন।’

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরে ওই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজ শেষ করা হয়। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজ সম্পন্ন করেছেন ভেদরগঞ্জ উপজেলার রামভদ্রপুর গ্রামের পরিমল বাড়ৈ, রণজিৎ মণ্ডল, নড়িয়ার বাড়ৈপারা গ্রামের উত্তম পাল, ঘড়িসার গ্রামের অনুকূল ঘোষ ও চাকধ গ্রামের সঞ্জয় বণিক।

এদিকে সুশান্তকে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করার পর মঙ্গলবার দুপুরেই করোনা পরীক্ষার জন্য তাঁর নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকার রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআর) পাঠানো হয়। পরে প্রতিবেদনে দেখা যায় ওই যুবকের করোনা শনাক্ত হয়নি। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের রোগ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের চিকিৎসক আবদুর রশিদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘মঙ্গলবার ওই যুবকের নমুনা সংগ্রহ করে আইইডিসিআরে পাঠানো হয়। বুধবার করোনা প্রতিবেদনে তাঁর নেগেটিভ ফল আসে।’

মারা যাওয়া সুশান্ত কর্মকার স্থানীয় ঘড়িসার বাজারের একটি

স্বর্ণের গয়না প্রস্তুত কারখানায় কাজ করতেন। তাঁর আরেক ভাই ও চার বোন আছে। বেশ কয়েক বছর আগে বাবা মারা গেছেন। বড় ভাই তাঁর স্ত্রী–সন্তান নিয়ে আলাদা থাকেন।

চার বোনই বিয়ের পর তাঁদের স্বামীদের সঙ্গে থাকেন। মা গঙ্গা রানীকে নিয়ে সুশান্ত কলারগাঁও গ্রামে পৈতৃক ভিটায় থাকতেন। বেশ কিছু দিন ধরে শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন তিনি। সঙ্গে ছিল পা ফুলে যাওয়ার সমস্যা।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে গত মঙ্গলবার দুপুরে তাঁর মা নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে পাঠানো হয় শরীয়তপুর সদর হাসপাতালে। শ্বাসকষ্ট থাকায় করোনা সন্দেহে সুশান্তকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছিল।

ডিঙ্গামানিক সত্য নারায়ণের সেবা মন্দিরের সাধারণ সম্পাদক মুকুল চন্দ্র রায় বলেন, ‘ওই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজে কেউ রাজি হচ্ছিল না। কোনো শ্মশানেও নিতে চাচ্ছিল না। তখন আমরা রাজি হই। এভাবে অবহেলা করা ঠিক হয়নি।’

শরীয়তপুর জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মানিক ব্যানার্জি বলেন, ‘যখন শুনতে পাই হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মরদেহ হাসপাতালে পড়ে আছে, কেউ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সহায়তা করছে না, তখন মনটা খারাপ হয়ে যায়। ঢাকায় অবস্থান করার কারণে আমি যেতে পারিনি। কিন্তু আমাদের স্থানীয় নেতাদের মাঠে নামিয়ে দিই। যেকোনো উপায়ে যথাযথ ধর্মীয় নিয়মে ওই যুবকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে হবে। সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মারা যাওয়ার ২১ ঘণ্টা পর তাঁর লাশ হাসপাতাল থেকে এনে দাহ কাজ শুরু করা হয়। এ কাজটি না করতে পারলে সমাজে মুখ দেখাতে পারতাম না।’

জেলা প্রশাসক কাজী আবু তাহের বলেন, ‘করোনা সন্দেহ করে কেউ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজে এগিয়ে আসতে চাচ্ছিল না। বিষয়টি নিয়ে কিছুটা উদ্বেগের মধ্যে ছিলাম। পরবর্তী সময়ে পূজা উদ্যাপন পরিষদের নেতাদের উদ্যোগে তা সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি উপজেলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করার কমিটি গঠন করা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

সূত্র- প্রথম আলো

মেহেরপুরের সকল প্রবেশপথে আজ থেকে নিরাপত্তা চৌকি

করোনা প্রতিরোধে আজ শুক্রবার থেকে মেহেরপুর জেলার সকল প্রবেশপথে নিরপত্তা চৌকি বসানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি।

আজ শুক্রবার দুপুরে তাঁর ফেসবুক টাইমলাইনে তিনি এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে জেলার সকল প্রবেশপথে নিরাপত্তা চৌকি বসানো হচ্ছে।

বিস্তারিত আসছে..

করোনা থেকে কীভাবে সুস্থ হয়ে উঠলেন ৮২ বছরের সেই নারী?

করোনাভাইরাস মহামারীতে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ষাটোর্ধ্বদের নিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় বয়স্করা করোনা আক্রান্ত হলে তারা সহজেই কাবু হয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ঘটনাও ঘটছে। এ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে পশ্চিমবঙ্গের প্রভাবশালী পত্রিকা আনন্দবাজার।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ভারতের মহারাষ্ট্রে সবাইকে অবাক করে দিয়ে করোনাকে জয় করে বাড়ি ফিরেছেন ৮২ বছরের এক নারী। এর আগে করোনায় আক্রান্ত হয়েও সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন কেরালার বাসিন্দা ৯৩ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ এবং তার ৮৮ বছরের স্ত্রী। তারপরই অশীতিপর ওই নারী নোভেল করোনাভাইরাসের কবল থেকে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এর আগে, ১০১ বছর বয়সে করোনাকে হারিয়ে গোটা বিশ্বে রেকর্ড গড়েন

১০১ বছর বয়সী এক ইটালীয় বৃদ্ধ।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মুম্বfইয়ের কোকিলাবেন হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে সাত দিন ভর্তি ছিলেন ওই নারী। গত সপ্তাহে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। তবে শরীরে করোনাভাইরাস ধরা পড়লেও, সে রকম গুরুতর কোনও লক্ষণ তার মধ্যে দেখা যায়নি বলে জানিয়েছেন তার ছেলে।

একটি ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ওই নারীর ছেলে বলেন, ‘‘সম্প্রতি গুজরাট গিয়েছিল মা। সেখান থেকে ফিরতেই ডাক্তারি পরীক্ষা করাই। রিপোর্ট পজিটিভ আসায় হাসপাতালে ভর্তি করি। কয়েকটা দিন খুবই দুশ্চিন্তায় কেটেছে। তবে শেষমেশ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে মা। এখন ভালই আছে।’’

বাড়িতেই তারা ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং তাতে কোনও অসুবিধা হয়নি বলেও জানান ওই ব্যক্তি।

যেভাবে সুস্থ হলেন ভারতীয় সেই নারী

তবে ওই নারী সুস্থ হয়ে ওঠায় আশার আলো দেখছে রাজ্যের চিকিৎসা মহল। কোকিলাবেন হাসপাতালের সিইও সন্তোষ শেট্টি বলেন, ‘‘কোভিড-১৯ যে বয়স্কদের জন্য মৃত্যুর ঘণ্টা নয়, এই ঘটনা আমাদের সেই আশা এবং ভরসা জোগাচ্ছে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘অসম্ভব মনের জোর ছিল ওই নারীর। তাতেই বিপদ অনেকটা কাটিয়ে ওঠা গিয়েছিল।’’

শুধুমাত্র অক্সিজেনের জোগান এবং সাধারণ ওষুধেই ওই নারী সুস্থ হয়ে ওঠেন বলেও জানান তিনি।

কোকিলাবেন হাসপাতালে ১৯ বেডের কোভিড ইউনিটে সত্তরোর্ধ্ব বেশ কয়েক জনও ভর্তি রয়েছেন। এছাড়াও দিল্লির বাসিন্দা ৮২ বছরের এক বৃদ্ধও করোনা থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এবং খুব শীঘ্র লোক নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণ হাসপাতালে থেকে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

তবে এর আগেও মহারাষ্ট্রে বেশ কয়েক জন বয়স্ক করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। রাজ্যে আক্রান্তের সংখ্যা যেখানে ১২০০ ছুঁইছুঁই, সেখানে সম্প্রতি মাহিমের এসএল রাজা রহেজা হাসপাতালে থেকে ৭৬ বছরের এক নারী ছাড়া পেয়েছেন। বিদেশ থেকে ফিরে তিনি

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে তার পরিবারের কেউ করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হননি।

সূত্র-যুগান্তর

‘আমরা লাশ গোনা ছেড়ে দিয়েছি’

সর্বদা জেগে থাকা নিউইয়র্ক শহরের চেহারাটা নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে গত কয়েক সপ্তাহে। করোনার থাবায় ‘মৃত্যুপুরী’তে পরিণত হয়েছে গোটা নিউইয়র্ক। বদলে যাওয়া এই শহরে বাস করার অভিজ্ঞতা কেমন তা তুলে ধরেছেন অ্যালিক্স মন্টেলিওন ও তার প্রেমিক মার্ক কজলো।

শহরের অবস্থার কথা স্কাইপে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন নিউইয়র্কের ব্রুকলিন অ্যাপার্টমেন্টের বাসিন্দা মন্টেলিওন ও কজলো। বাইরে বেরোতে পারছেন না তাঁরা। তাই প্রিয় শহরটা এই সময়ে কেমন আছে, তা জানতে জানালা খোলা রেখে দিয়েছেন তারা।

মন্টেলিওন বলছেন, ‘‘আমরা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বিহঙ্গ দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি শহরটাকে।’’
উইকওফ হাইটস মেডিক্যাল সেন্টারে যা ঘটছে তা-ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মন্টেলিওন ও কজলো। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে মন্টেলিওন বলেন, ‘‘আমরা শুনতে পাচ্ছি বাইরে খুব চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে যা থেকেই ধারণা করতে পারি, ভেতরের পরিস্থিতি কতটা খারাপ। কত লাশ ওখান থেকে বেরিয়ে এল তা গোনা এখন ছেড়ে দিয়েছি। এটা খুবই ভয়াবহ দৃশ্য। কিন্তু এটাই বাস্তব।’’

মন্টেলিওন ও কজলো বলছেন, এ শহরের সঙ্গে এ ছবি বড়ই বেমানান। গোটা ঘটনাটাই ধরা পড়েছে তাদের দু’জনের চোখে।

সূত্র: রয়টার্স

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী আইসিইউ থেকে ওয়ার্ডে

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) থেকে বের করে আনা হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাঁকে আইসিইউ থেকে ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে। তিনি এখনো হাসপাতালে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে আছেন।

গত রবিবার থেকে মি: জনসন লন্ডনের সেন্ট টমাস হাসপাতালে করোনাভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসা নিচ্ছেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিট থেকে জানানো হয়েছে, ” বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তাকে আইসিইউ থেকে স্থানান্তর করে হাসপাতালের ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। তিনি সেখানে থেকে সুস্থ হয়ে উঠার প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা নেবেন।”

১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের এখন মুখপাত্র জানিয়েছেন, “তার মনোবল ভীষণ ভালো।”

করোনাভাইরাস সংক্রমণ শনাক্ত হবার ১০ দিন পরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে গত রোববার হাসপাতালে নেয়া হয়। এর পরদিন তাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়।

আইসিইউতে মি: জনসনকে স্বাভাবিক অক্সিজেন দেয়া হলেও তাকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়নি।

একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, মি: জনসনের শারীরিক অবস্থা উন্নতি হচ্ছে এবং তিনি ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্য সেবা কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিকে মি: জনসনকে আইসিইউ থেকে বের করে আনার পর এক টুইট বার্তায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মি: ট্রাম্প লিখেছেন, ” খুব ভালো খবর। প্রধানমন্ত্রী বরিস

জনসনকে আইসিইউ থেকে বের করে আনা হয়েছে। সুস্থ হয়ে ওঠো বরিস।”

এদিকে ব্রিটেনের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক বলেন, প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনকে আইসিইউ থেকে বের করে আনা খুব ভালো খবর এবং তিনি উন্নতির দিকে রয়েছেন।

মি: জনসনকে আইসিইউ থেকে বের করে আনার বিষয়টিকে “ভালো খবর” হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ব্রিটেনের বিরোধী দল লেবার পার্টির নবনির্বাচিত নেতা।
সূত্র : বিবিস বাংলা

বাংলাদেশে আসছে ১৫ সদস্যের চীনা মেডিকেল টিম

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় সহায়তা করতে বাংলাদেশে আসছে ১৫ সদস্যের চীনা মেডিকেল টিম।

বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত লি জিমিং এক ভিডিও বার্তায় এ তথ্য জানান।

গত মঙ্গলবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-কে টেলিফোনে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রো- লিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে প্রযুক্তিবিদের একটি বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর আহ্বান জানান। তিনি একটি মেডিকেল টিম পাঠানোর সম্ভাবনা নিয়েও সেদিন আলোচনা করেছিলেন।

বৃহস্পতিবার চীনা দূতাবাস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, করোনা সংকটে বাংলাদেশকে সহায়তা দেওয়ায় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

চিঠিতে মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে চীনের পক্ষ থেকে টেস্ট কিট, মাস্ক, পিপিই ও থার্মোমিটার দেওয়ায় শেখ হাসিনা চীনের প্রেসিডেন্টের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী চীনের জ্যাক মা ফাউন্ডেশন ও আলিবাবাকে করোনা

মোকাবিলায় চিকিৎসা সামগ্রী দেওয়ায় ধন্যবাদ জানান।

প্রধানমন্ত্রী চিঠিতে করোনাভাইরাস মোকাবিলায় চীনের সাফল্যের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ ও বিশ্বের সামনে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন। বিশ্বে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে চীনা প্রেসিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

‘দেশের বাইরে আটকে পড়া নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হবে’

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন বলেছেন, যখনই পরিস্থিতি তৈরি হবে বাংলাদেশ কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটকা পড়া নাগরিকদের ফিরিয়ে আনবে। আজ বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে গণমাধ্যমকে তিনি এ কথা জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশিরা আটকা পড়ে আছেন। খুব শিগগিররই তাদের সবাইকে দেশে ফিরিয়ে আনা হবে। তবে, যারা পাশের দেশ ভারতে আটকা পড়েছেন তাদের এখনই ফেরত আনা সম্ভব না। কারণ সেখানে লকডাউন চলছে, ১৪ এপ্রিলের পরে সেখানে লকডাউন শেষ হবে।

এর আগে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঘোষণা করেছিল যে ২,৫০০ বাংলাদেশি নাগরিক বর্তমানে ভারতে আটকা পড়েছে।

সংকট মোকাবেলায় বিদেশী মিশনগুলোর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, এ কাজে তাদের যেকোনো ধরনের সাহায্য সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে।

আজ বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমেদ, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

বৈঠক নিয়ে মোমেন বলেন, তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বাংলাদেশ মিশন এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সহায়তা দেয়ার জন্য ঢাকার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিভিন্ন দেশকে চিঠি পাঠাবে সরকার।

চিঠিগুলোতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী যৌথভাবে স্বাক্ষর করবেন। মোমেন বলেন, তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দুর্ভোগ হ্রাস করার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ ছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন, কিছু দেশ আমাদের দেশে কোভিড-১৯ এর মোকাবেলার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ও সরঞ্জামাদি পাঠিয়ে সহযোগিতা করতে চায় বৈঠকে সে বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

এর আগে রবিবার অপর এক আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, মালদ্বীপের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের চার থেকে পাঁচটি দেশ জানিয়েছে পৃথিবীব্যাপী কোভিড-১৯ এর কারণে সেখানে অনেক বাংলাদেশী কর্মী বেকার হয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, এই দেশগুলো মূলত তাদের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা বাংলাদেশি কর্মীদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানা। সূত্র- ইত্তেফাক

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা উন্নতির দিকে

তিন রাত আইসিইউতে থাকার পর করোনা আক্রান্ত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা এখন কিছুটা উন্নতির দিকে। ডাউনিং স্ট্রিট জানিয়েছে, চিকিৎসকদের কথাবার্তা বুঝতে পারছেন জনসন।

কোভিড নাইনটিনে আক্রান্ত বলে নিশ্চিতের ১০ দিন পর, গেল রোববার গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় লন্ডনের সেন্ট থমাস হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরদিন নেয়া হয় নিবিড় পর্যবেক্ষণে;

অক্সিজেন দিয়ে করা হয় কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের। দু’দিনের চিকিৎসার পর সাড়া দিতে শুরু করেছেন তিনি।

তবে পুরোপুরি বিপদমুক্ত হননি বলে এখনও আইসিইউতেই আছেন ৫৫ বছর বয়সী এই প্রধানমন্ত্রী।

খালেদা জিয়ার হোম কোয়ারেন্টাইন শেষ, পুত্রবধূর তত্ত্বাবধানে চলছে চিকিৎসা

শর্তসাপেক্ষে জামিনে মুক্তির পর বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নির্ধারিত ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন শেষ হয়েছে। তবে করোনা পরিস্থিতির উন্নতি না পর্যন্ত তিনি ‘হোম কোয়ারেইনটাইনেই’ থাকবেন বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন, করোনাভাইরাসের সংক্রমণে এখন সারা বিশ্বের টালমাটাল অবস্থা বিরাজ করছে। দেশেও এখন লকডাউনের মতো অবস্থা হয়ে গেছে-এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে শতভাগ কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে। সেখানে তিনি নিরাপদে আছেন।
মির্জা ফখরুল আরও বলেন, যখন এই পরিস্থিতির উন্নতি হবে তখনই পরবর্তী অবস্থার কথা আমরা চিন্তা করবো।

তিনি বলেন, ম্যাডাম যথেষ্ট অসুস্থ, এখনো তার শারীরিক অবস্থার খুব বেশি উন্নতি হয়নি। আমাদের দাবি ছিল দেশের বাইরে নিয়ে তাকে চিকিৎসা দেয়ার। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটার অনুমতি নেই। আর করোনার কারণে দেশের এখন যে সার্বিক অবস্থা তাতে সব ডাক্তার ঠিতমতো সার্ভিস দিতে পারছেন না। তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকরা যতটুকু পারছেন চিকিৎসা দিচ্ছেন।

একটা মূল বিষয় ছিল যে, তাকে চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে নিয়ে

যাওয়া- আমাদের দাবিটা ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা বলেছেন যে, দেশের বাইরে যাওয়া যাবে না।’

এদিকে বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এজেডএম জাহদ হোসেন সাংবাদিকদের জানান, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় বেগম জিয়ার চিকিৎসা চলছে। তিনি লন্ডন থেকে চিকিৎসার সার্বিক বিষয় দেখাশোনা করছেন বলেও জানান ডা. জাহিদ।

গত ২৫ মার্চ নির্বাহী আদেশে ৬ মাস সাজা স্থগিত রেখে খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেয় সরকার। ওইদিন বিকেল ৫টায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের থেকে মুক্তি পেয়ে অসুস্থ খালেদা জিয়া গুলশানের বাসা ফিরোজায় অবস্থান করছেন।

বিডি প্রতিদিন

বসুন্ধরা কনভেনশন সিটিতে ২০০০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার

আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় ২০০০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করার কাজ চলছে। আগামী ৮ থেকে ১০ দিনের মধ্যে এটি প্রস্তুত করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক।

বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটায় মহাখালীর ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এমআইএস) বিভাগের মিলনায়তনে ‘করোনাভাইরাস সংক্রান্ত’ অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে নিজ বাস ভবন থেকে যুক্ত হয়ে তিনি এ তথ্য জানান। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, বসুন্ধরা গ্রুপের সদিচ্ছার কারণেই তাদের কনভেনশন সিটিতে ২০০০ শয্যার আইসোলেশন সেন্টার তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

এর আগে, করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য আন্তর্জাতিক কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় ৫ হাজার শয্যার হাসপাতাল করার ঘোষণা দেয় দেশের বৃহত্তম এ শিল্পগোষ্ঠী। হাসপাতাল তৈরির কাজ চলমান।

উল্লেখ্য, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এই নিয়ে দেশে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১ জনে। আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১১২ জন। মোট আক্রান্ত ৩৩০জন।
বিডি-প্রতিদিন